ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রণবীর-দীপিকার ডিভোর্স! — পৃঃ ৫

হ্যারি কেনকে ৮০ মিলিয়নেও বেচবে না টটেনহ্যাম! — পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ১৯৪ ● কলকাতা ● ২৯ আষাঢ়, ১৪৩০ ● শনিবার ● ১৫ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

দেশবাসীর আশা ও স্বপ্নের প্রতিফলন চন্দ্রযান-৩: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের তৃতীয় চন্দ্র অভিযান চন্দ্রযান-৩ এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন।

এক ট্যুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রের ইতিহাসে ১৪ জুলাই, ২০২৩ দিনটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমাদের তৃতীয় চন্দ্র অভিযান চন্দ্রযান-৩ তার যাত্রা শুরু করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ অভিযান দেশবাসীর আশা ও স্বপ্নের প্রতিফলন।

চন্দ্রযান-৩ পৃথিবী থেকে বেরিয়ে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবিত অঞ্চলে প্রবেশ করবে। ৩ লক্ষ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে আগামী কয়েক সপ্তাহে এটি চাঁদে পৌঁছবে। এই যানের মধ্যে বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর উপকরণ রয়েছে। এগুলি চাঁদপৃষ্ঠের চরিত্রের পর্যালোচনা করবে এবং বিভিন্ন তথ্য পেতে সহায়ক হবে।

আমাদের বৈজ্ঞানিকদের জন্য মহাকাশ ক্ষেত্রে ভারতের সমৃদ্ধ এক ইতিহাস রয়েছে। চন্দ্রযান-১' কে যুগান্তকারী বলে বিবেচনা করা হয়। এই অভিযানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের হাতে এসেছে। চন্দ্রযান-১ এর মাধ্যমে চাঁদে জলের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ২০০-রও বেশি প্রকাশনায় এই অভিযান স্থান করে নিয়েছে।

এরপর ৩ পাতায়

অনন্ত, মিঠুনদের রাজ্যসভায় চায়নি আরএসএস, বাংলা ভাগে সায় নেই সঙ্ঘ পরিবারের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যসভায় বিজেপির প্রথম সাংসদ হতে চলেছেন কোচবিহারের নগেন্দ্র রায় তথা অনন্ত মহারাজ। ইতিমধ্যে রাজ্যসভার ভোটের মনোনয়নপত্র পেশ করেছেন তিনি। রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, স্বপন দাশগুপ্ত প্রমুখ বিজেপির নেতা-নেত্রীরা রাজ্যসভায় গেলেও তাঁরা ছিলেন রাষ্ট্রপতির মনোনীত। সেখানে অনন্ত মহারাজের সঙ্গে বিজেপির সুতোর সম্পর্কও নেই।কিন্তু কোচবিহারের মহারাজাকে টিকিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিয়েছেন বলে বিজেপি সূত্রের খবর। গত বিধানসভা ভোটের আগেই অনন্তর সঙ্গে গুয়াহাটিতে শাহের একান্ত বৈঠক হয়েছিল। আবার ভোট মিটতেই তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। শেষমেশ দেখা গেল. বিজেপির খাতায় নাম তুলেছেন অনন্ত। সেই নাম তোলায় হয়তো আপত্তি নেই আরএসএসের। কিন্তু এখন বিভাজনকামী নেতাকে রাজ্যসভায় পাঠিয়ে ভাল হল না বলে তাঁদের মত।তিনি কামতাপুর রাজ্যের দাবিদার তথা গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান।

আগেই জানা গিয়েছিল, পৃথক রাজ্যের দাবিদার অনন্তকে নিয়ে রাজ্য বিজেপির বড় অংশের আপত্তি আছে। এখন জানা যাচ্ছে, আপত্তি আছছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘেরও।

বস্তুত, রাজ্যসভার আসনটিতে আরএসএস কোনও সক্রিয় রাজনৈতিক নেতাকে প্রার্থী করার পক্ষপাতী ছিল।প্রার্থী হিসাবে কোচবিহারের অনন্ত মহারাজ ছাড়াও অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর নাম আলোচনায় ছিল। দু বছর আগে বিধানসভা ভোটে প্রচারে দেখা গিয়েছিল একদা বলিউড বাদশা মিঠুনকে। সিনেমার ডায়লগ দিয়ে প্রচারে সাড়া ফেলেছিলেন মিঠুন। তারপর

এরপর ৩ পাতায়

একুশের মঞ্চেই পঞ্চায়েতের বিজয় যাপন, ময়দানে নামলেন অভিষেক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শহিদ দিবসের মঞ্চেই হবে পঞ্চায়েতের বিজয় উৎসব। মালদহে শেষ রবিবারের প্রচারসভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের পক্ষেই রায় দিয়েছে গ্রামবাংলা। আর এদিকে, ২১-এর সমাবেশের আগে আর মাত্র সাতদিন বাকি। দলীয় নেতৃত্ব মনে করছেন, পঞ্চায়েত ভোটের ফলে অত্যন্ত আশাবাদী তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো ২১ এর মঞ্চ থেকেই ২৪ এর লোকসভা ভোটে কর্মী সমর্থকদের বিশেষ কিছু বার্তা দেবেন। তাই এবার জমায়েত অন্যান্য বারের রেকর্ড ছাপিয়ে যেতে পারে বলে নেতৃত্বের আশা।তাই ইতিমধ্যেই জোর তোড়জোড়। শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল। শুক্রবার অভিষেক নিজেই সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন ব্যবস্থা।

একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি দেখতে শুক্রবার সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কে গেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবছর বিভিন্ন জেলা থেকে আসা তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে এখানে। তাঁদের থাকার প্রস্তুতি কীভাবে চলছে, তা দেখতেই এদিন সেন্ট্রাল পার্কে যান অভিষেক। ইতিমধ্যেই বিধায়ক

এরপর ৩ পাতায়

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী

আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
4. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

প্রিবুক মূল্য:- ২৫০ টাকা মাত্র

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে Spot Exam এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
WBBSE	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
WBCHSE	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
WBCHSE	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

আবাসিক শিক্ষক চাই

- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

মহাকাশের উদ্দেশ্যে

পাড়ি দিল চন্দ্রযান

শ্রীহরিকোট: নিউজ সারাদিন : প্রত্যেক ভারতবাসীর গর্বের দিন আজ ভারতের সুনামেই ভারতবাসীদের সম্মান। ভারতের জয়লাভেই সমগ্র ভারতবাসীর জয়। ভারতের কল্যাণেই আমাদের ভারতবাসীর কল্যাণ।

কিন্তু সংশয় জাগে মনে ! ভারতভূমিতে সকল ভারতবাসীই যদি মন থেকে বলতে পারে "আমি গর্বিত আমি ভারতীয়, ভারতের কল্যাণেই আমার কল্যাণ", তবে এই ভারত স্বাধীন হয়েছে ৭৬ বছর হয়ে গেলেও ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত পরিসরে এত অসামঞ্জস্য থাকবে না।

আজকের এই ভারতে সমগ্র ভারতবাসীর সুষ্ঠ মানসিকতা গঠন অত্যন্ত জরুরী। গ্রাম থেকে শহর সর্বত্রই প্রায় সকল ভারতবাসীই ব্যক্তিগত উন্নতিকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে শুধুমাত্র নিজ নিজ পরিবারের স্বার্থে অথবা নিজ উন্নতির জন্য কর্ম সম্পাদন করে বেঁচে থাকার কারণে। কিন্তু সেই সকল ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে বলা যায়, এই ব্যক্তিগত উন্নতির স্বার্থসিদ্ধিকারী মানসিকতা কী আমাদের ভারতভূমিকে বিশ্বের কাছে আরো একবার গর্বের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড় করিয়ে দিতে পারবে ? ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিকারী মানসিকতায় কী ভারতের সুনাম জগতজুড়ে প্রসারিত হতে পারবে? অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিকারী মানসিকতা কী ভারতকে শত্রুমুক্ত করতে পারবে? এখন সকল শুভানুধ্যায়ীগণ বলতেই পারেন যে, "আপনার এসব বলার দরকার কী ?, আর চন্দ্রযান৩ এর সাথে উপরের অনুচ্ছেদটির কী সম্পর্ক? সম্পর্ক আছে, নিশ্চিত আছে।পরের অনুচ্ছেদে চন্দ্রযান৩ এর সঙ্গে উপরের অনুচ্ছেদটির কী সম্পর্ক আছে তা বলবো --

চন্দ্রযান ৩ এর সাফল্য অর্জন করলে ভারত ৪র্থ সফল চন্দ্র অভিযানকারী দেশে পরিণত হবে। আমেরিকা, রাশিয়া, চিনের পরেই ভারত হবে চতুর্থ মহাকাশ গবেষণাকারী শক্তিধর দেশ। এই সাফল্য কিন্তু শুধুমাত্র ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, সমগ্র বিশ্বের কাছে পৌঁছে যাবে এই সংবাদ।কারণ রকেটথসাইন্স এবং মহাকাশ গবেষণা বিষয়ে এখন সকল রাষ্ট্রের ভীষণ আগ্রহ তাই তারা ইঁদুর দৌড় প্রতিযোগিতায় দৌড়াচ্ছে। তা একবার ভাবুন তো, যে ভারতকে এতদিন দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছুই করা হয়নি সেই ভারত কী না মহাকাশ গবেষণাকারী শক্তিধর দেশ হয়ে উঠছে !ভারতের পার্শবর্তী শত্রুদেশ বা সূদূরে অবস্থিত প্রচুর শত্রুদেশ কিংবা ভারতের মাটিতেই থাকা অন্তরে অন্তরে ভারতের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা রাখা মনুষ্যগণ কী এই আনন্দিত আজ আনন্দিত হবে? সাধারণ বুদ্ধিতেই ভাবুন না, হবে কী?

জুলাই মাসের ১ তারিখ থেকেই ভারতে বসবাসকারী কিছু উচ্চশিক্ষিতথমানুষের নিকট শোনা যাচ্ছে যে "চন্দ্রযান৩ চন্দ্রে পাঠিয়ে এত টাকা খরচ করার কী দরকার ছিল ভারত সরকারের , বরং ঐ টাকা মানুষকে দান করলে মানুষেরা খেয়ে পরে বাঁচতে পারতো"। অর্থাৎ তাঁরা তাঁদের নিজ শক্তিতে ও যোগ্যতায় বিশ্বাস করে না এবং নিজ হাতে উপার্জন করে খাওয়া পরা না করে দান গ্রহণের মাধ্যমে সংসার চালানোতে বিশ্বাসী। এমনকি তাদের নিকট নিজ স্বার্থের গুরুত্ব বেশী, ভারত যে বিশ্বের ৪র্থ চন্দ্র অভিযানকারী দেশে পরিণত হব্বেএই গৌরব অর্জন তাদের কাছে গুরুত্ব রাখে না। ঐ সব মহান উচ্চ শিক্ষিত মানুষ আমাদের দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, তাদের আপত্তির লিস্টটা দেখুন -

১) চন্দ্রযান৩ চন্দ্রে পাঠিয়ে কী আমার পেট ভরবে ? অর্থাৎ এদের মানসিকতা পেটপূজাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে।

২) চন্দ্রযান৩ চন্দ্রে পাঠালেই কী বাজারের দ্রব্যের দাম কমে যাবে ? অর্থাৎ এদের মানসিকতা নিজ স্বার্থবাদীতাতেই আটকে আছে। চিন্তাধারার উন্নয়ন এদের হয়নি, এরা বোঝেই না

এরপর ৩ পাতায়

টোরাস কানেক্টস তার নিও ওয়েলনেস

অংশীদারদের সাথে শিল্পের প্রথম ৯০:১০ রাজস্ব মডেল ঘোষণা করেছে

- কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি,মুম্বাই,ব্যাঙ্গালোর এবং আহমেদাবাদে রোড শো করার উদ্যোগ নিয়েছে।
- দেশের প্রথম এবং একমাত্র বি২বি প্ল্যাটফর্ম যার লক্ষ্য টোরাস নিও ওয়েলনেস প্ল্যাটফর্মের জন্য অংশীদারদের আকৃষ্ট করা যা সম্পদ, স্বাস্থ্য এবং কর্মজীবনের ক্ষেত্রে সুযোগগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।
- প্ল্যাটফর্মটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে জেন জেড এবং মিলেনিয়াল ব্যবহারকারীদের সর্বাঙ্গীণ সুস্থতা অর্জন করতে সক্ষম হয়

Kolkata, 13th July 2023: নিউজ সারাদিন : বিশ্বের প্রথম নিও ওয়েলনেস প্ল্যাটফর্ম টোরাস সারা দেশ থেকে ব্যবসায়িক সহযোগীদের সন্ধানে রোড শো করার পাশাপাশি 'টোরাস কানেক্ট' নামের একটি মঞ্চ তৈরি করেছে। ৯০:১০ রেভিনিউ মডেলের মধ্যে দিয়ে টোরাস কানেক্ট নিজের সহযোগীদের জন্য সম্পদ,স্বাস্থ্য এবং কেরিয়ার ক্ষেত্রে মুনাফা বন্টনের এক নতুন মাইল ফলক তৈরি করেছে। টোরাস মিলেনিয়াল ও জেন জেড নাগরিকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে এবং তাদের উদ্বেগের কারণ সন্ধান করে এবং তা দূর করে তাদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের একটি অসাধারণ উদ্যোগ সামনে নিয়ে এসেছে।

টোরাস কানেক্টস পার্টনার প্ল্যাটফর্ম একটি নবীন প্রজন্মের, শক্তিশালী এবং পরিমাপযোগ্য প্রযুক্তি পরিকাঠামো যা রিয়েলটাইম পে আউট, সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান, দক্ষ যোগদান এবং ক্রেতাদের সেরা পরিষেবা দিতে নির্মিত। সহযোগীরাও এই বিরাট সম্ভবনাময় টোরাস প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে বেড়ে ওঠার সুযোগ পেতে পারেন মিলেনিয়াল ও জেড প্রজন্মের ক্রেতাদের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে তৈরি করা বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবার মাধ্যমে। যার মধ্যে রয়েছে।

• আর্থিক সমৃদ্ধি: আয় বৃদ্ধি এবং সঞ্চয় এই উভয় লক্ষ্যকে পূরণ করার উপযোগী বিভিন্ন বিনিয়োগ ধর্মী প্রকল্পের সুযোগ একই জায়গায় নিয়ে এসেছে টোরাস। এখানে বিনিয়োগকারীরা বিরাট মাপের আর্থিক বিনিয়োগের সুযোগ পাবেন যা তাদের সার্বিক আর্থিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হবে। এর উদ্দেশ্য ব্যবহারকারীদের স্বশক্তিকরণ যাতে তারা নিজেদের আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্য এবং সার্বিক কল্যাণের পাশাপাশি নিজেদের পেশাদার জীবনকেও উন্নতির চরম সীমায় নিয়ে যেতে পারে। টোরাস এজন্য অভিনব এবং সেভেন ইন ওয়ান একাউন্ট নিয়ে এসেছে, যার মধ্যে রয়েছে- নিও ব্যাংকিং, রিটেল ব্রোকিং ,ইন্টারন্যাশনাল ইকুইটি, ক্রিপ্টো , মিউচুয়াল ফান্ড, ডিজিটাল গোল্ড এবং ঋণের সুযোগ। যা তাদের সামনে অপরিসীম সম্ভাবনাময় এক জগতের দরজা খুলে দিয়েছে।

• শারীরিক সুস্বাস্থ্য: টোরাস চিরাচরিত ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র কে একই ছাতার তলায় নিয়ে আসতে চায়। যাতে এর ব্যবহারকারীরা বিপুল সংখ্যক বিশেষজ্ঞদের কাছে সহজেই পৌঁছে যেতে পারেন। পাশাপাশি স্বাস্থ্যপরিসেবা প্রদানকারীরাও এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে নিজেদের জায়গা থেকে বেরিয়ে সারাদেশে এমনকি বিদেশে ও রোগীদের পরিষেবা দিতে পারবেন। টোরাস স্বাস্থ্যকর্মীদের মার্কেটিং এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করবে।

• পেশাদারী উন্নয়ন: টোরাস তাদের উপভোক্তাদের চাহিদা মত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নানা রকমের পেশাদারী কোর্স নিয়ে এসেছে, যা তাদের সামনে বিশ্বজোড়া কাজের সুযোগ উন্মুক্ত করে দেবে। সহযোগী এবং অংশীদারদের মাধ্যমে, টোরাস উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণদের কেরিয়ার সংক্রান্ত লক্ষ্য পূরণের কাজে সহযোগিতা করতে বিভিন্ন কর্মসূচির দরজা খুলে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে

শ্রী স্যাম ঘোষ টোরাস এর অভিভাবক সংস্থা কসমিয়া গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারম্যান বলেন, " বিশ্বের প্রথম নিও ওয়েলনেস প্ল্যাটফর্ম টোরাস প্রতিষ্ঠা করতে পেরে আমরা উচ্ছ্বসিত। আমরা মিলেনিয়ান এবং জেন জেড প্রজন্মকে সার্বিক কল্যাণের সুযোগ করে দেওয়ার পাশাপাশি নিজেদের সহযোগীদের জন্য অপ্রত্যাশিত আয়ের সুযোগ করে দিচ্ছি আমাদের ৯০.১০ রাজস্ব মডেলের মাধ্যমে যা তাদের সমগ্র ব্যবসায়িক জগতের শীর্ষে পৌঁছে দিতে সহায়তা করবে। ব্যাংকিং ব্যবস্থার সামগ্রিক বিবর্তন প্রত্যেকের বিকাশ এবং সকলের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এর পথ প্রশস্ত করার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নির্বাচন পরবর্তী সময়ে এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে

গোপীবল্লভপুরে পুলিশের রুট মার্চ

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: নিউজ সারাদিন : রাজ্য জুড়ে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা নিয়ে যখন রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। তখন নির্বাচন পরবর্তী সময়ে এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে তৎপরতা দেখা গেল গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ প্রশাসনের। গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশের উদ্যেগে এলাকায় এলাকায় চলছে নজরদারি,রুট মার্চ। রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সেই মতো শুক্রবার গোপীবল্লভপুর থানার এস.আই দেবাশীষ মাল এর নেতৃত্বে থানা এলাকার অপেক্ষাকৃত উত্তেজনা প্রবন এলাকা বলে পরিচিত বাবুডুমরো,সংড়ো,মড়াকাটা সহ একাধিক গ্রামে হল কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ। নেতৃত্বে গোপীবল্লভপুর থানার এস.আই দেবাশীষ মাল।এদিন কেন্দ্রীয় বাহিনী রুট মার্চ এর পাশাপাশি পুলিশ আধিকারিক দেবাশীষ মাল এলাকার সাধারণ মানুষকে ভোট পরবর্তী শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার আবেদন করেন। পরামর্শ দেন কোনো প্রকার প্ররোচনায় যেন না পা দেন।

শুক্রবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে পালিত হল বন মহোৎসব, বৃক্ষ রোপণ, অরণ্য সপ্তাহ এবং চারাগাছ বিতরণ । উপস্থিত ছিলেন রামপ্রসাদ বাদানা, অনিন্দ্য গুহঠাকুরতা,প্রবীর চ্যাটার্জী, কিংশুক প্রামাণিক, নিতাই মালাকার প্রমুখ। ছবি-সৌরভ দত্ত

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

ভোট পরবর্তী হিংসাই অব্যাহত চাচলের গোপালপুর,

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চত্বর থেকে তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক স্কুল পড়ুয়ারা

সানু ইসলাম : নিউজ সারাদিন : মালদহের চাচলের খরবার গোপালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উদ্ধার বোমা। নির্বাচনের দিনের ভয়ংকর তাণ্ডবের স্মৃতি এখনো দগদগে বিদ্যালয়ের ভেতরে। ভাঙা রয়েছে বিদ্যালয়ের পাখা। শৌচালয়ে মজুদ রয়েছে বাঁশের লাঠি।ভাঙন ধরেছে দেওয়ালে। মাঠের কোণে পড়ে রয়েছে দুইটি বোমা।আরো বোমা থাকতে পারে এমনটাই অনুমান করা হচ্ছে। আপাতত ছুটি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিদ্যালয়।ঘটনাস্থলে এসেছে খরবা ফারির পুলিশ। খোঁজ দেওয়া হয়েছে বোম স্কোয়াটকে।ব্যাপক আতঙ্ক স্কুল পড়ুয়ার, শিক্ষকসহ এলাকাবাসি।

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া
* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling
১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।
নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।
বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।
Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

অনন্ত, মিঠুনদের রাজ্যসভায় চায়নি আরএসএস, বাংলা ভাগে সায় নেই সঙ্ঘ পরিবারের

দীর্ঘ বিরতি কাটিয়ে মাস কয়েক আগে ফের তাঁকে বাংলার মাঠঘাটে ঘাম ঝড়াতে দেখা গিয়েছিল। রাজ্য বিজেপি নেতার একান্তে বলাবলি করতেন, দাদা রাজ্যসভায় যেতে চান। তাই এত দৌড়ঝাঁপ। যদিও শিখে ছেঁড়েনি এবারও।

জানা গিয়েছে, আরএসএস প্রার্থী বাছাইয়ে যে মানদণ্ড স্থির করেছিল তাতে অনন্ত তো নয়ই, মিঠুনেরও টিকিট পাওয়ার কথা ছিল না। সঙ্ঘ সূত্রের খবর, তাঁরা বিজেপির তিন সক্রিয় নেতার নাম সুপারিশ করেছিলেন রাজ্যসভার জন্য। সেই তালিকায় ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা, বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য এবং সহ সভাপতি রথীন বসু। কিন্তু দিল্লি অনন্ত মহারাজের নাম সুপারিশ করে পাঠায়। বিজেপির মনোনয়ন পাওয়া মাত্র অনন্ত নতুন করে রাজ্যভাগের প্রসঙ্গ টেনেছেন। তাঁর বক্তব্য, এই ব্যাপারে স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। যদিও বাংলায় আরএসএসের অন্যতম মুখ জিষ্ণু বসু শুক্রবার 'দ্য ওয়াল'-কে বলেন, 'আমরা যেমন পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের বিরুদ্ধে, তেমনই রাজ্যভাগেরও বিরোধী।'

তাঁর কথায়, 'আরএসএস মনে করে, দেশভাগের জেরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মেঘনাথ সাহারা যে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম দিয়েছেন তা যেন অক্ষত থাকে। এখানে কোনও বিভাজন আমরা সমর্থন করি না।' তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, 'আরএসএস ও তার সহযোগী সংগঠনগুলি সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করে থাকে।' তবে অনন্তর দাবি নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি। বিজেপি-সহ আরএসএসের সহযোগী সংগঠনগুলির বক্তব্য, তারা দাবি না তুললেও নিরাপত্তার প্রশ্নে ভারত সরকারের ভাবনায় উত্তরবঙ্গ ও উত্তর বিহারের কিছু জেলা নিয়ে নতুন কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল গঠনের ভাবনা আছে। শিলিগুড়িকে সদর জেলা করে গড়ে উঠবে নতুন কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলটি। যেখানে চিনের মোকাবিলায় সামরিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। যেমন বঙ্গোপসাগরের চিনকে টেক্কা দিতে আন্দামান ও নিকোবরকে গড়ে তোলা হচ্ছে। সেখানে তিন বাহিনীর আঞ্চলিক কমান্ড গড়ে তোলা হয়েছে। নতুন কেন্দ্রশাসিত এলাকায় তেমনই পদাতিক ও বিমান বাহিনীর নতুন কমান্ড গড়ে তুলবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

তবে কোনও অবস্থাতেই প্রস্তাবিত অঞ্চলের সঙ্গে কামতাপুর নাম যুক্ত হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া, উত্তরবঙ্গের একাংশকে বিহারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলে দুই অংশের মানুষই আপত্তি তুলতে পারে। স্বাধীনতার পর পরই বাংলা-বিহার সংযুক্তিকরণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দুই রাজ্যই প্রতিবাদে পথে নেমেছিল। শেষ পর্যন্ত প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।অনন্ত দীর্ঘদিন ধরে পৃথক রাজ্যের দাবি তুলে আসছেন তিনি। অন্যদিকে, সাম্প্রতিক অতীতে জন বারলার মতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সহ বিজেপির উত্তরবঙ্গের একাধিক নেতাও পৃথক রাজ্যের দাবিতে সরব হয়েছেন। অনন্তকে টিকিট দেওয়ায় বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব রাজ্যভাগের ইস্যু নিয়ে চিন্তিত। পদ্ম শিবিরের নেতাদের অনেকের আশঙ্কা, অনন্তকে রাজ্যসভায় পাঠানোয় উত্তরবঙ্গে বিজেপির অবশিষ্ট জমিও তৃণমূলের দখলে চলে যাওয়া অসম্ভব নয়।

১-ম পাতার পর

একুশের মঞ্চেই পঞ্চায়েতের বিজয় যাপন, ময়দানে নামলেন অভিষেক

কাউন্সিলরদের তরফে প্রচার শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে দিল্লি যাবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একুশে জুলাই এর মঞ্চ থেকে সেই লক্ষ্যে সুর চড়াবে শাসকদল বলেই মনে করা হচ্ছে।অন্যদিকে, এদিন একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ বাঁধার কাজ শুরু করে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। এসপ্লানেডের টিপু সুলতান মসজিদের সামনে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট ও সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের সংযোগস্থলে শুরু হয় ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ বাঁধার কাজ। এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ সুব্রত বকশি, সায়নী ঘোষেরা খুঁটি পুজো করেন।

তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, এবারের সমাবেশের শীর্ষক থাকবে শ্রদ্ধা দিবস। দলমত নির্বিশেষে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আবহে যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যেই এবার শ্রদ্ধা দিবস।

১-ম পাতার পর

দেশবাসীর আশা ও স্বপ্নের প্রতিফলন চন্দ্রযান-৩: প্রধানমন্ত্রী

চন্দ্রযান-১ এর আগে ধারণা করা হ'ত যে, চাঁদপৃষ্ঠ রুক্ষ-শুষ্ক। ভৌগোলিকভাবে নিষ্ক্রিয় এবং যে কোনও জীবনের পক্ষে বসবাসের অযোগ্য। কিন্তু, এখন চাঁদ পৃষ্ঠ যে ভৌগোলিকভাবে সক্রিয় এবং সেখানে বরফের উপস্থিতির মাধ্যমে এই উপগ্রহে জলের অস্তিত্বের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে হয়তো এখানে বসবাসও করা যাবে।

চন্দ্রযান-২ সমানভাবে আরেকটি যুগান্তকারী অভিযান। চন্দ্রযান-২ এর সঙ্গে যে অর্বিটার ছিল, সেখান থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী প্রথমবারের মতো চাঁদের মাটিতে ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ও সোডিয়ামের উপস্থিতি জানা যায়।দূরসংবেদী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। চাঁদপৃষ্ঠে চৌম্বকীয় পরিবর্তন সম্পর্কেও আগামী দিনে আরও তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে।

চন্দ্রযান-২ এ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী চাঁদে সোডিয়ামের ভান্ডার সংক্রান্ত একটি মানচিত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও, ক্রেটারের বিন্যাস নিয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। আইআইআরএস-এর যন্ত্রের সাহায্যে চাঁদের মাটিতে জল ও বরফের সন্ধান মিলেছে। এই অভিযানের তথ্য ৫০টি প্রকাশনায় ব্যবহৃত হয়েছে।

চন্দ্রযান-৩ অভিযানের সাফল্য কামনা করি। এই অভিযান সম্পর্কে আপনারা আরও তথ্য সংগ্রহ করুন এবং মহাকাশ, বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন ক্ষেত্রে সাফল্যের বিষয়ে জানুন। এর মাধ্যমে আপনারা গর্ব অনুভব করবেন"।

কয়েক দশকের পুরনো বন্যার রেকর্ড ভেঙে দিল্লিতে, বিপর্যস্ত জীবন

উষা পাঠক, সিনিয়র সাংবাদিক

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই, ২০২৩ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : দিল্লি এবং এনসিআরের যমুনা নদীতে ভয়াবহ বন্যার কারণে, আবাসিক এলাকায় বড় আকারের বন্যার কারণে অনেক এলাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

বহু যুগ পর যমুনার পেটে কাশ্মীরি গেট বাসস্ট্যান্ড, রিং রোড ও আবাসিক এলাকা বন্যার পানি ভর্তি হওয়ায় বিপদ বেড়েছে। সরকার এ বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছে। দিল্লি এবং এনসিআর-এ স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।যমুনা খাদরে বসবাসকারী লোকজনকে কাছাকাছি পাবলিক প্লেস এবং উঁচু বাঁধে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

দিল্লি সরকার বলেছে যে শহরের যমুনা নদীর বন্যাকবলিত এলাকায় বসবাসকারী হাজার হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে অস্থায়ী আশ্রয়ে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং তাদের খাবার ও পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।

দিল্লি সরকারের জলমন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ জানিয়েছেন, দিল্লিতে যমুনার জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় নিচু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান পানির স্তরে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনকে পূর্ব, উত্তর, উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব মধ্য ও শাহদরা জেলায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এই লোকদের জন্য এখানে ২৭০০ টিরও বেশি তাঁবুর ব্যবস্থা করা হয়েছে।তিনি বলেছিলেন যে হরিয়ানার হথনিকুন্ড থেকে বিপুল পরিমাণ জল ছাড়ার কারণে যমুনার জলস্তর বেড়েছে।

মিঃ ভরদ্বাজ বলেন, দিল্লির নিচু এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া ব্যক্তিদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য পূর্ব জেলায় সর্বোচ্চ সংখ্যক তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে ১,৭০০, উত্তর পূর্ব দিল্লি জেলায় ২৮০, শাহদারা ১৭০, মধ্য ১৫০ এবং দক্ষিণ পূর্ব জেলায় ৩৮৪টি।.

মঙ্গলবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জরুরি বৈঠক ডেকেছেন।যমুনা নদী বর্তমানে বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সোমবার সন্ধ্যায় এর জলস্তর ২০৫.৩৩ মিটারে পৌঁছেছিল।

অন্যদিকে, নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে মঙ্গলবার সকাল ৬টা থেকে পুরান দিল্লি থেকে শাহদারা হয়ে গাজিয়াবাদগামী ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উত্তর রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক দীপক কুমার বলেছেন যে যমুনার জলস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে লোহা পুল সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।

তৃণমূলের তথ্যানুসন্ধান দলের মণিপুর সফর পিছিয়ে গেল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জাতিদাঙ্গায় বিধ্বস্ত মণিপুরে তথ্য অনুসন্ধানী দল পাঠানোর কথা ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের। শুক্রবার উত্তর পূর্বের রাজ্যে যাওয়ার কথা ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের ৫ সাংসদের প্রতিনিধি দলের। কিন্তু সেই সফর আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। সূত্রের খবর, আগামী ১৯ জুলাই মণিপুরে যেতে পারে ওই প্রতিনিধি দল।উল্লেখ্য রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি ও হিংসার ঘটনা খতিয়ে দেখতে বুধবার বাংলায় পা রেখেছে বিজেপির প্রতিনিধি দল। তার পর বিজেপিশাসিত মণিপুরে প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় বাংলার শাসকদল। তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রের খবর, জোড়াফুল শিবিরের প্রতিনিধিদল যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের মন্ত্রক এবং মণিপুর সরকারের তরফে আবেদন জানানো হয়, তৃণমূলের প্রতিনিধিদল যেন সফর পিছিয়ে দেন। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতেই এই সফর পিছিয়ে দেওয়া হয়। তৃণমূল সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহে ওই ৫ সাংসদের প্রতিনিধিদল মণিপুরে যাবেন। দলের জাতীয় মুখপাত্র ডেরেক ও'ব্রায়েন জানিয়েছেন, আগামী ১৯ ও ২০ জুলাই তাঁরা যাবেন মণিপুরে। তথ্য অনুসন্ধানীচ এই দলে থাকছেন তৃণমূলের পাঁচ সাংসদ- ডেরেক ওব্রায়েন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষদস্তিদার, সুস্মিতা দেব এবং দোলা সেন।

নওসাদকে ভাঙড়ে ঢুকতে বাধা, পুলিশ জানাল ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ ২৪ পরগনা: ভাঙড়ে ঢোকার মুখে পুলিশ আটকে দিল বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকিকে । শুক্রবার নিউটাউনের হাতিশালার কাছে তাঁর গতিরোধ করেন পুলিশ আধিকারিকরা। এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ভাঙড়ের বিধায়ক। পুলিশের পাল্টা দাবি ভাঙরে ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণার পর থেকেই তেতে উঠেছে ভাঙড়। সংঘর্ষ, বোমাবাজি এখন নিত্যদিনের ঘটনা। ভোটপর্বে প্রাণহানি হয়েছে। গণনাপর্বেও অশান্তি জারি। মঙ্গলবার গণনার দিনও মৃত্যু হয়েছিল তিনজনের। তাঁদের মধ্যে দু'জন আইএসএফ কর্মী। সেই ঘটনার সিবিআই তদন্তও চেয়েছেন নওসাদ সিদ্দিকি। ভোটপর্ব মিটলেও ভাঙড়ের অশান্তি কিন্তু জারি রয়েছে এখনও।বৃহস্পতিবার চালতাবেড়িয়ায় আইএসএফের ঘাঁটিতে দিনে দুপুরে বোমা ফেটে জখম হন আইএসএফের চার কর্মী। এই ঘটনার পরেই এদিন ভাঙড়ে যাচ্ছিলেন নওসাদ। ভাঙড়ে ঢোকার আগেই হাতিশালায় তাঁকে আটকে দেয় পুলিশ। এখানে পুলিশের সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন নওসাদ। তিনি বলতে থাকেন, "আমি ভাঙড়ের জনপ্রতিনিধি। আমার পরিচয়পত্র রয়েছে। তা হলে কেন আমাকে যেতে দেওয়া হবে না?'' পুলিশ আধিকারিকরা তাঁকে জানান, ওখানে ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। তাই কাউকেই যেতে দেওয়া যাবে না।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের নওসাদ বলেন, 'কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে পুরো ভাঙড়ে তল্লাশি চালানো হোক। তৃণমূলের নেতারা ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অথচ আমি বিধায়ক, আর আমায় যেতে দেওয়া হচ্ছে না। আমি শান্তির বার্তা দিতে যাচ্ছি।" পুলিশ তাঁকে ভাঙড়ে ঢুকতে না দেওয়া হাতিশালায় ঘটনাস্থলেই তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন।নওসাদকে ভাঙড়ের পথে আটকে দেওয়া হয়েছে শুনে ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা বলেন, "১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। আমরা কেউ ঢুকতে পারছি না। এরইমধ্যে উনি আবার উস্কানি দেওয়ার জন্য ভাঙড়ে যাচ্ছেন। আবার রক্তস্নান করুক ভাঙড়, এটাই উনি চাইছেন।'

বন্যাকবলিত রাজ্যগুলিতে ত্রাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বায়ুসেনা

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ১. বন্যাদুর্গত হিমাচলপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে ত্রাণ ও উদ্ধার এবং মানবিক সহায়তা প্রদানের কাজ পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছে বায়ুসেনা। গত ৪৮ ঘণ্টায় ৪০টি অভিযান চালিয়ে ১২৬ জন দুর্গতকে উদ্ধার করা হয়েছে, বিতরণ করা হয়েছে ১৭ টন ত্রাণ সামগ্রী।

২. গত ২৪ ঘণ্টায় হরিয়ানার বন্যা কবলিত এলাকাগুলিতে বড় ধরনের অভিযান চালানো হয়েছে। নিহারা, আলাউদ্দিন মাজরা, বিশানগড়, সেগতা, ভুন্নি, মুমনি, সেগতি, জানসুই-এর মতো এলাকাগুলিতে এম১৭ হেলিকপ্টারের সাহায্যে খাদ্য সামগ্রী, ত্রিপল ও জলের বোতল সরবরাহ করা হয়েছে।

৩. প্রয়োজন অনুসারে অভিযান চালানোর জন্য এম১৭ ও চিনুক হেলিকপ্টার এবং এএন৩২ ও সি১৩০ পণ্যবাহী বিমান প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

২ পাতার পর

মহাকাশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল চন্দ্রযান

মহাকাশ গবেষণাকারী দেশের সম্মান বিশ্বে কতটা! দেশের সম্মান কী এদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ নয়?

৩) চন্দ্রযান৩ চন্দ্রে পাঠালেই কী সকল ভারতবাসী ধনী হয়ে যাবে? অর্থাৎ এরা ধনী হতে চায়, ভোগ বিলাসে আসক্ত এবং ভোগবাদী জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে চায়। এমন ভোগ বিলাসে ভারতের উন্নতি হোক বা না হোক তাতে এদের কোনো আগ্রহ নেই।

৪) চন্দ্রযান৩ চন্দ্রে না পাঠিয়ে কেন্দ্র সরকার যে ১৫ লাখ টাকা দেবে বলেছিল সেটা দিতে পারলো না কেনো ?অর্থাৎ এরা ১৫ লাখ টাকা চায়। এই ১৫ লাখ টাকা নিজ মাতৃভূমির কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার হোক সেটা চায় না। কিন্তু স্বাধীনতার আগে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী নিজের ব্যাংকের সমস্ত টাকা আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট তুলে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অর্থনৈতিক শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। যদি সেই সব ভারতপ্রেমী মানুষেরা আজ বেঁচে থাকতো তবে, স্বাধীন ভারতের এই নবপ্রজন্মের মানসিকতা দেখে তাঁরা আফশোষ করে বলতেন যে, "কোন প্রজন্মের জন্য আমরা ভারতের স্বাধীন করার সংগ্রাম করেছিলাম, এই এমন অর্থলোভী নিম্নরুচির স্বার্থসিদ্ধিকারী নব প্রজন্মের ভারতবাসীদের জন্য!

উক্ত চারটি পয়েন্টের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, এখনকার অধিকাংশ মানুষের মানসিকতা ভারতকল্যাণ কেন্দ্রিক নয়, বরং নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থকেন্দ্রিক।এমন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিকারী মানসিকতা দিয়ে কখনোই শক্তিশালী একতাবদ্ধ রাষ্ট্র তৈরী হতে পারে না।

আমাদের মাতৃভূমি ভারতের ভারতবাসীদের উদ্দেশ্য একটাই কথা বলতে চাই, "ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিকারী মানসিকতার চেয়ে ভারতরাষ্ট্রকেন্দ্রিক মানসিকতাকেই সবচেয়ে প্রথম গুরুত্ব দেওয়া হোক"। আর চন্দ্রযান৩ চন্দ্রে পাঠালে ব্যক্তিগত পেটপূজা হবেনা ঠিকই, কিন্তু আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ, বিশ্বের কাছে এক সম্মানজনক স্তরে উন্নীত হচ্ছে এটাই কী সকল ভারতপ্রেমী দেশভক্ত ভারতীয় নাগরিকদের নিকট আনন্দের সংবাদ নয়?

ভারতভূমিতে ভারতের অকল্যাণ হোক, ভারত বিনষ্ট হোক, ভারত খণ্ড খণ্ড হোক, ভারত অসফল হোক-এমন কামনা করার মনুষ্য কী কম আছে ? আমার দৃষ্টিতে ভারতের বসবাসকারী বহু মানুষ ৭৬ বছর ভারত স্বাধীন হবার পরেও আজ অবধি মনেপ্রাণে ভারতীয় হতে পারেনি । তারা কিন্তু চন্দ্রযান৩ এর সাফল্য কামনার বদলে অসাফল্যই কামনা করছে মনেপ্রাণে ! তবে বলা যেতেই পারে ভারতের এই মহৎ পরিকল্পনা সুসাফল্য অর্জন করবেই। যা আমাদের মাতৃসম দেশ ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করে তুলবে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ১৯৪ সংখ্যা ১৫ জুলাই, ২০২৩ শনিবার ২৯ আষাঢ়, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

দেশে আন্তঃরাজ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প রূপায়ণের গতি খতিয়ে দেখলেন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ এবং নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিমন্ত্রী

দেশের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ এবং নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিমন্ত্রী শ্রী আর কে সিং গতকাল ১৩ জুলাই ২০২৩ রাজস্থানের জয়পুরে পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন। বৈঠকে আন্তঃরাজ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিকদের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে, যে সব রাজ্যে বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত সেখান থেকে বিদ্যুতের ঘাটতি রয়েছে এমন রাজ্যগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

২০৩০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫০ শতাংশ অজৈব উৎস থেকে করার যে সংকল্প ভারত নিয়েছে তার উল্লেখ করে বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেন, এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে কি না তা সংশ্লিষ্ট সরবরাহ পরিকাঠামোর উন্নয়নের ওপর নির্ভর করছে। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে ৭৭৭ গিগাওয়াট ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। সেই সময়ে সর্বোচ্চ চাহিদা থাকবে ৩৩৫ গিগাওয়াটের আশপাশে। এই পরিস্থিতিতে ৫৩৭ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সরবরাহের একটি সার্বিক পরিকল্পনা গড়ে তোলা হয়েছে। ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যুৎ মন্ত্রী এই পরিকল্পনাটি প্রকাশ করেছিলেন।

আন্তঃরাজ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার আওতায় থাকা বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা, নিলাম প্রক্রিয়া ও রূপায়ণের গতি খতিয়ে দেখেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী। যেসব প্রকল্পে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলির মোকাবিলা করে কিভাবে প্রকল্প সম্পাদন করা যায়, তার দিশা নির্দেশ করেন তিনি।

বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনা করার সময়ে গ্রীন হাইড্রোজেন উৎপাদন, বিদ্যুতের ক্রমর্বধমান চাহিদা মেটাতে প্রথাগত বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তামিলনাড়ু ও গুজরাটের উপকূল অঞ্চলে বায়ু চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের মতো সাম্প্রতিক বিষয়গুলিকে বিবেচনা করতে হবে বলে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী মন্তব্য করেন। রাজস্থান, গুজরাট, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের মতো পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সম্পদে সমৃদ্ধ রাজ্যগুলির আন্তঃরাজ্য সরবরাহ পরিকল্পনা খতিয়ে দেখেন তিনি।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের আন্তঃরাজ্য ও অন্তর্রাজ্য বিদ্যুৎ পরিবহণ পরিকল্পনাও বিশদে খতিয়ে দেখা হয়।

সরবরাহ পরিকল্পনা যাতে গতিশীল এবং ক্রমপরিবর্তনশীল চাহিদার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হয়, তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী।

নির্বাচনী হিংসা বিরুদ্ধে রাস্তায় নামলেন গেরুয়া শিবিরের আইনজীবীরা

জগদীশ যাদব : কলকাতা: নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত নির্বাচনের সহিংসতা পশ্চিমবঙ্গে থামেনি এবং হামলা থেকে খুন পর্যন্ত ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। আজ, বিজেপিপন্থী আইনজীবীরা একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করেছেন এবং উপরোক্ত বিষয়গুলিতে বাংলার ক্ষমতাসীন মমতা ব্যানার্জি সরকারের সমালোচনা করেছেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে অ্যাডভোকেট ও বিজেপি নেতা অরবিন্দ কুমার বলেন, নির্বাচনী সহিংসতায় আজ বাংলার মাটি লাল হয়ে গেছে। কয়েক ডজন লোক বলি হয়েছে কিন্তু রাজ্য সরকার নীরব। এমন পরিস্থিতিতে আমরা নির্বাচনী হিংসা বিরুদ্ধে মিছিল করেছি। আইনজীবীদের প্রতিবাদ মিছিল বনসাল কোর্ট থেকে শুরু হয়ে হাইকোর্ট, বিধানসভা হয়ে রাজভবনে পৌঁছে এবং রাজভবনে এখানে বিভিন্ন বিষয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শনিদেব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা যতই ভয়ভীতিমিশ্রিত হোক না কেন, মৎস্য পুরাণ কিন্তু শনিদেবকে লোকহিতকর গ্রহের তালিকাতেই ফেলেছে। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় শনিদেবের পূজার্চনা করার বিধান আছে। সাধারনত শনিদেবের মন্দিরে অথবা গৃহের বাইরে খোলা জায়গায় শনিদেবের পূজা হয়। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

স্বামীজী মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, "আমরা হিন্দু।

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

সারা ভারত বর্ষ তথা বাংলার মানুষ নিজেরাই একটু স্বার্থনেশি হয়ে উঠেছে, নিজের স্বার্থের জন্য ভুলে যাচ্ছে মানবিকতা।আদর্শ আর সহানুভূতির মূল্য দেয়া হচ্ছে না এই যুগে,বাঙালির কেউ সত্য কথা বললে বাংলার বুকে অপদস্ত অপমান সহ্য করতে হয়। তাই নিজেরা বিপথগামী হওয়ার ভয় পাচ্ছেন? মিথ্যা ভয় কেন আপনারা পান,আপনারা কি ভুলে গেছেন আমাদের দেশের মহান এবং আদর্শ মান পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের কথা।আমার লেখার মাধ্যমে আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই বিপদের সময়ে ঠিকই করতে বলেছিল স্বামী বিবেকানন্দ। বিপদ থেকে টেনে তোলো! তোমার উদ্ধার-সাধন তোমাকেই করতে হবে।...ভীত হয়ো না। বারবার বিফল হয়েছো বলো নিরাশ হয়ো না। কাল সীমাহীন, অগ্রসর হতে থাকো, বারবার তোমার শক্তি প্রকাশ করতে থাকো, আলোক আসবেই।'উদ্বুদ্ধ হয়েছে যুব সমাজ, আর সেজন্যই তার জন্মদিন ১২ জানুয়ারি যুব দিবস বলে খ্যাত। দেখে নেওয়া যাক, স্বামীজির কিছু অমর বাণী।জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর- বিখ্যাত এ উদ্ধৃতিটি যিনি লিখেছিলেন তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। বিশ্লেষকরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপনের কৃতিত্ব বিবেকানন্দকে দিয়ে থাকেন।বিবেকানন্দ ছিলেন বহুগুণে গুণান্বিত। তিনি ছিলেন একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, দার্শনিক, লেখক, সংগীতজ্ঞ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদী রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রধান শিষ্য।১৮ ৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তি উৎসবের দিন উত্তর কলকাতার সিমলা অঞ্চলে ৩ নম্বর গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় স্ট্রিটে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন নরেন্দ্র নাথ দত্ত। ছোট থেকেই মেধাবী নরেন্দ্র নাথ স্কটিশ চার্চ কেলেজে পড়াকালীন যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী হন। যে যুক্তিবোধ আর আধাত্ম ফুটে ওঠে তাঁর বাণীতে। শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শিষ্য নরেন, ১৮৮৬ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করে হয়ে ওঠেন স্বামী বিবেকানন্দ।ভারত যখন ডুবে অন্ধকার ও হতাশায়, চলছে ব্রিটিশের রক্ত লালসা চরিতার্থ করা ভারতবাসীর রক্তে, জাতীর মানসিকতা ও আত্মবিশ্বাস তলানীতে, তখন হাল ধরেন পুরুষোত্তম বিবেকানন্দ। ভারতবর্ষ কে তিনি উপস্থাপন করলেন শিকাগো বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ সালে। তার বক্তব্যের সূচনাতেই তিনি বলেন "হে আমার আমারিকা নিবাসী ভাতৃ ও ভগিনীগণ" যা জয় করে নেয় উপস্থিত সকলের হৃদয়। হাততালির গুঞ্জন থামতেই চায় না। অবাক করেছিলেন শেতাঙ্গদের যাদের চোখে ভারত মানেই পিছিয়ে পড়া মানুষের দেশ যাদের নিজেদের কিছুই নেই। এই অপূর্ব মেধাবী মানুষটি হৃদয়বত্তা, তেজস্বিতা, জেদ ও স্বধীনচেতনার দ্বারা বিশ্বের দরবারে একটি অনন্যসাধারণ জায়গা আদায় করে নিয়েছিলেন। আজ আমরা- পশ্চিমবঙ্গের যুবকরা - মেকি প্রগতিশীলতা, ভণ্ড বামপন্থার কুয়োর মধ্যে বসে কেবল বেঙের মত মকমক করছি। সমগ্র জগতের দিকে চোখ খুলে তাকানোর মত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই আমাদের জাগছে না। যাদের উদ্দেশে স্বামীজী পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা ত্যাগ করার জ্বালাময় উপদেশ দিয়েছিলেন সেই যুবকগণ বিবেকানন্দ বা শ্রীচৈতন্যকে ছেড়ে এমন একজনের ছবি আঁকা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে নিজেদের আধুনিক বলে প্রমাণ করতে চাইছি যে লোকটি নিজের জীবনে হাজার হাজার মানুষকে নিজের হাতে খুন করেছে বিপ্লবের নামে।

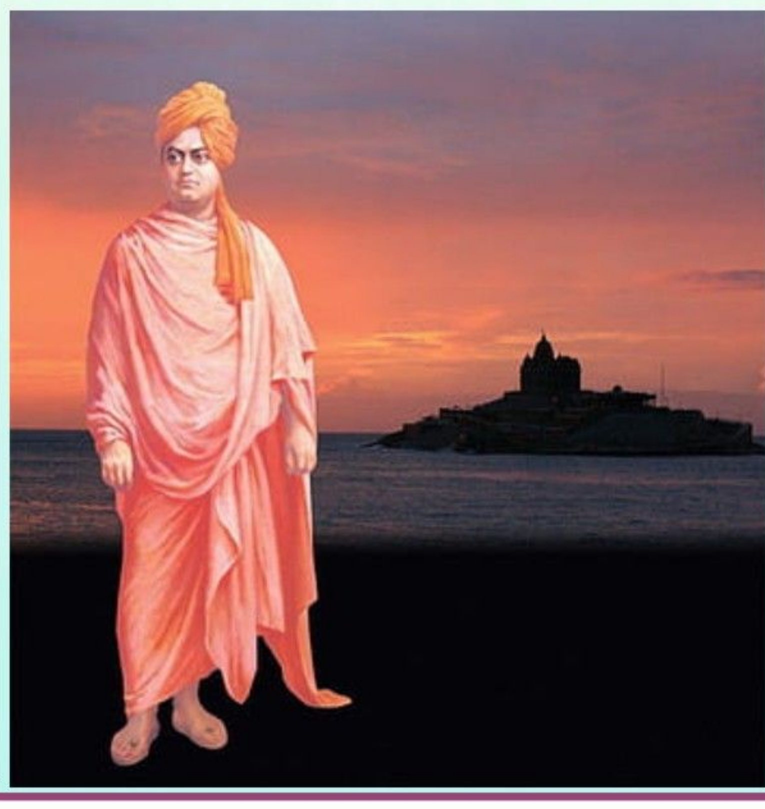

স্বামীজীর পুনঃ অনুধ্যানের প্রয়োজনীয়তা আজ এজন্যই বেশী করে অনুভূত হচ্ছে। আমরা আজ নিজেদের হিন্দু পরিচয়ে লজ্জা বোধ করছি, হিন্দু শব্দটিকে সঙ্কীর্ণতার প্রতীক বলে মনে করছি। কিন্তু, স্বামীজী মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, "আমরা হিন্দু। আমি এই 'হিন্দু' শব্দটিকে কোন মন্দ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না; আর যাহারা মনে করে, ইহার কোন মন্দ অর্থ আছে, তাহাদের সহিত আমার মতের মিল নাই।" (হিন্দু ধর্মের সাধারণ ভিত্তি। লাহোরে ধ্যান সিংয়ের হাবেলীতে প্রদত্ত বক্তৃতা।)আমাদের এই হিন্দুত্বকে ধরে জেগে উঠতে হবে। উপলব্ধি করতে হবে কুয়োর বাইরে বিশাল জগৎকে। যে জগৎ বৈচিত্র্যে সুন্দর, প্রভাত পাখির কলকাকলিতে গুঞ্জরিত। উপলব্ধি করতে হবে সেই জগৎকে কলুষিত করছে দানবিক ভাবনায় জারিত রাক্ষসকুল। তাদের হাত থেকে এই সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে বাঁচানোর পবিত্র দায়িত্ব আমাদের। মার্গভ্রষ্ট মানবকুলকে মানবতার রাস্তা দেখানোর পূত দায়িত্ব আমাদের , কারণ আমরা বিবেকানন্দের ভূমির পুত্র। আমাদের বিবেকানন্দ ভাই বলে সম্বোধন করে তার প্রাণের কথা বলতে চেয়েছেন। তার অন্যতম শ্রেষ্ট অনুগামীনী ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা, আরেক অসমান্যা নারী। বিবেকানন্দ সারা জীবন ধরে শুধু মানবধর্মের উন্নতি ও উত্তরণের জন্য কাজ করেছেন। মানুষের সেবা করা তার মূল ধর্ম ছিল। তিনি বার বার বলেছেন "Do good and be good to people"। তিনি আরো বলতেন "আমি সেই ভগবানের পূজা করি যাকে তোমরা ভুল করে মানুষ বলে ডাকো"। তার জ্ঞানের কোনো সীমা ছিলো না। তিনি ধর্মের ভেদাভেদ মানতেন না। তিনি মুক্ত চিন্তাধারার মানুষ ছিলেন এবং জীব সেবার মধ্যে দিয়েই তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। ১৯০২ সালের ৪ই জুলাই তিনি দেহত্যাগ করেন।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

সিনেমা ভালো না লাগায় অভিষেককে থাপ্পড় মারেন এক দর্শক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অভিষেক বচ্চন, ভারতীয় সিনেমা জগতের আলোচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি ভারতীয় সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের ছেলে। সেই সঙ্গে বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া বচ্চনের স্বামী।

শোবিজ জগতে নিজের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে সফলতা ও ব্যর্থতা দুটোরই স্বাদ পেয়েছেন অভিষেক। একদিকে যেমন 'গুরু', 'ব্লাফ মাস্টার', 'যুবা'র মতো চলচ্চিত্রগুলোতে সেরা পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন; অন্যদিকে, 'দ্রোণা', 'ঝুম বারাবার ঝুম'
ইত্যাদি চলচ্চিত্র ফ্লপও হয়েছে তার।

সম্প্রতি অমিতাভ-পুত্রের একটি পুরনো সাক্ষাৎকার ভাইরাল হয়েছে, যেখানে তিনি জানিয়েছিলেন, তার 'শারারাত' সিনেমা দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে এক দর্শক তাকে সিনেমা হলেই থাপ্পড় মেরেছিলেন!

রেডইট-এ ছড়িয়ে পড়া সেই পুরনো ভিডিওতে দেখা যায় যে অভিষেক 'ধুম ৩' ছবির প্রচার চালাচ্ছেন ক্যাটরিনা কাইফ ও উদয় চোপড়াকে সঙ্গে নিয়ে। সাক্ষাৎকারে অভিষেক বলেন, "একজন নারী এসেছিলেন এবং তিনি যে আমার সিনেমাটা পছন্দ করেননি, সেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন আমাকে থাপ্পড় মারার মাধ্যমে। তিনি বলেছিলেন- আমার অভিনয় ছেড়ে দেওয়া উচিত। কারণ আমি এমন একজন...যে কিনা নিজের বাবার নাম ডোবাচ্ছি।"

প্রসঙ্গত, 'শারারাত' সিনেমাটি ২০০২ সালে মুক্তি পেয়েছিল।

পরে অভিষেক বলেছিলেন, "কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এই যে, গত বছর 'বোল বচ্চন' সিনেমা মুক্তির পর আমি সেই একই থিয়েটারে গিয়েছিলাম। সেখানে প্রায় ১০,০০০ দর্শক জড়ো হয়েছিল। আমি গাড়ি থেকে নামলাম, ছবি তুললাম এবং সেই ছবি আমার বাবাকে পাঠিয়ে বললাম, দেখো কি দারুণ ব্যাপার, জীবনের মোড় কিভাবে ঘুরে যায়!"

এই মুহূর্তে সুজিত সরকার ও রেমো ডি সুজার সিনেমা রয়েছে অভিষেকের হাতে। 'এসএসএসসেভেন' এবং 'ঘুমার' সিনেমায়ও তাকে দেখা যাবে।

রণবীর-দীপিকার ডিভোর্স!

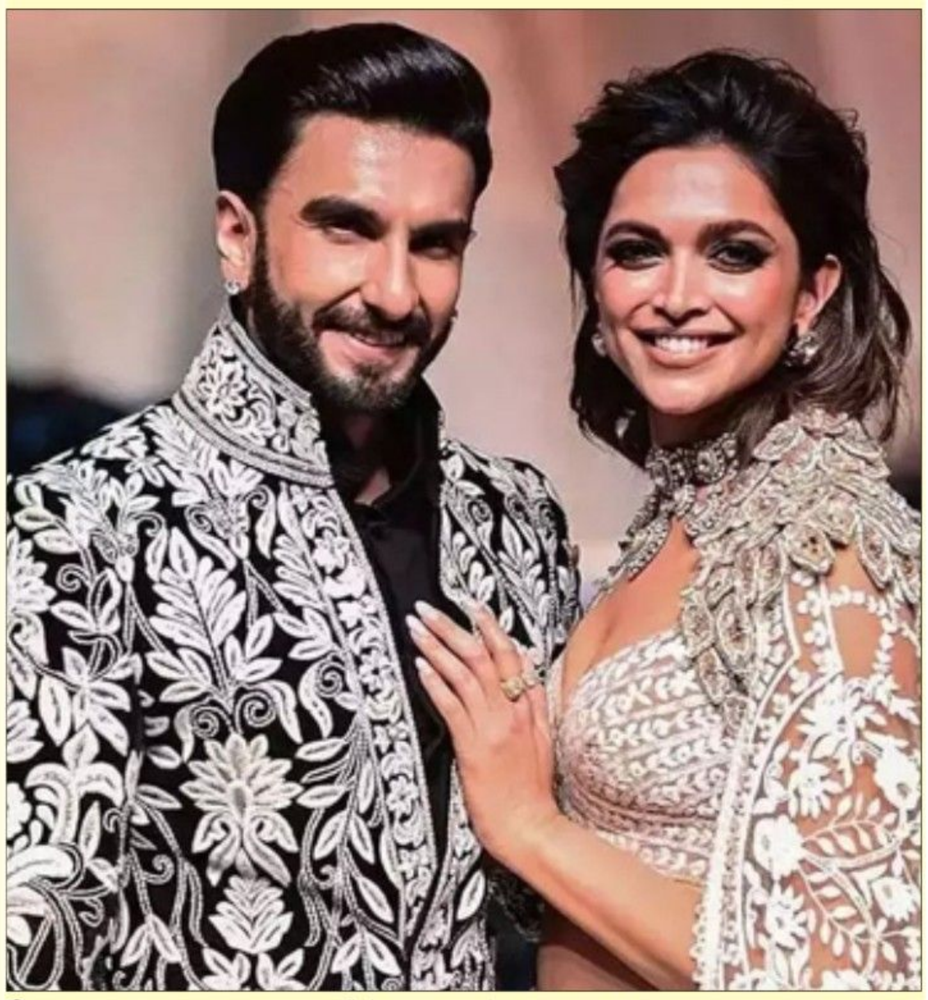

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : রণবীর সিং ও দীপিকা পাডুকোনের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে! এমনই গুঞ্জন রটেছে এবার। বলিপাড়ায় কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে যে, বিয়ের ৫ বছর না পেরোতেই শক্তিশালী এই দম্পতির মধ্যে বনিবনা হচ্ছে না। তারা নাকি আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্তও প্রায় নিয়ে ফেলেছেন। তবে সম্প্রতি সব গুঞ্জনে জল ঢেলে দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইন্সটাগ্রাসে দুজনের ছবি পোস্ট করে জানান দিলেন যে, ভালো আছেন বলিউডের এই তারকা দম্পতি।

গত বৃহস্পতিবার বলিউড অভিনেতা রণবীর সিংয়ের জন্মদিন উপলক্ষে পুরো বলিউড রণবীরকে শুভেচ্ছা জানালেও, দীপিকার মৌনতা কারো চোখ এড়ায়নি। এসময় রণবীরের ভক্তদের আলোচনায় ডিভোর্সের গুঞ্জনও শোনা যায়। তারপরই মিথ্যা গুজবকে উড়িয়ে দিতে প্রথমে দীপিকা ইন্সটাগ্রামে রণবীরের নতুন ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, 'হেল ইয়া'। সাধারণত উচ্ছ্বাস বা আনন্দ প্রকাশ করতেই এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। এদিকে রণবীরও কিছু কম যান না। ইনস্টা স্টোরিতে স্ত্রীর সঙ্গে তিনিও একটি সাদা কালো ছবি শেয়ার করেছেন। যেখানে জাহাজের মধ্যে রয়েছেন দুজন। মুখ বাইরে বের করে রেখেছেন সমুদ্রের হাওয়া খেতে। দীপিকার চোখ বন্ধ। ক্যামেরার থেকে দূরে তাকানো। পাশে থাকা রণবীরের মুখে হাসি, পোজ দিয়েছেন ক্যামেরায়। এই ছবি শেয়ার করে রণবীর লিখেছেন, 'জন্মদিনের শুভেচ্ছার জন্য অনেক ধন্যবাদ'।

মুক্তি পেল ছবির প্রিভিউ

একই অঙ্গে এত রূপ, 'পাঠান'-এর রেকর্ডও কি ভেঙে দেবে 'জওয়ান'?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আভাস মিলেছিল আগেই। অবশেষে মিলল দেখা। 'পাঠান'-এর পর 'জওয়ান'-এ যে নিজের 'অ্যাকশন হিরো' ভাবমূর্তিকে আরও এক কাঠি উপরে তুলবেন শাহরুখ খান, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। দক্ষিণী পরিচালক অ্যাটলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের প্যান ইন্ডিয়ান অভিষেকের ঝলক দেখালেন বাদশা। তাতেই মাত সর্বত্র। 'জওয়ান'-এর ঝলকেই আগুনে আঁচ নিয়ে এলেন শাহরুখ। মুক্তি পেল ছবির প্রিভিউ।

২ মিনিট ১২ সেকেন্ড। টিজার বা ট্রেলার নয়, প্রিভিউ। বাংলায় তর্জমা করলে ঝলক বললে ভুল বলা হয় না। সেই ঝলকেই পর্দার রাজা তিনি। 'সিল্যুয়েট' হোক বা আবহে তার গলার আওয়াজ, ১০০ শতাংশ বাদশাহোচিত আবির্ভাব তার। সেখানে 'বাহুবলি'র মতো আগমন আছে, 'জোকার'-এর আদলে মুখোশের পেছনে সেই বাঁকা হাসি আছে। আবার 'মুন নাইট'-এর মতো গোটা শরীরে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় বর্শা হাতে ঘুরে দাঁড়ানো আছে। ১৩২ সেকেন্ডে যত বার ফ্রেমে ধরা দিয়েছেন শাহরুখ, সেই সব মুহূর্তে তিনিই রাজা, আদতেই 'কিং খান'।

'জওয়ান' কি তবে শুধুই শাহরুখের? এক কথায় উত্তর দিতে হলে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলা ছাড়া উপায় নেই। তবে বাদশার সেই ক্যারিশ্মার মধ্যেও নজর কেড়েছেন দক্ষিণী তারকা অভিনেত্রী নয়নতারা। লম্বা ঝুলের ব্লেজার আর রোদচশমা চোখে যতটা আকর্ষণীয় তিনি, হলুদ শাড়িতে তার কমনীয় উপস্থিতির আবেদনও কিছু কম নয়। ছবিতে বিশেষ চরিত্রে রয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন। শাড়ি পরেই প্রতিপক্ষকে কুপোকাত করায় পারদর্শী তিনি। অ্যাকশন ছবির নায়িকা হিসেবে দীপিকা নজর কেড়েছেন 'পাঠান'-এই। 'জওয়ান'-এ নয়নতারাকে কতটা টেক্কা দেবেন তিনি, তার উত্তর মিলবে ছবির মুক্তির পরেই।

ছবিতে এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন দক্ষিণী অভিনেতা বিজয় সেতুপতি। 'সুপার ডিলাক্স'-এর মতো ছবি থেকে 'জওয়ান'-এ তাঁর উত্তরণ এমনিতেই নজর কাড়ার মতো। শাহরুখের পাশেও যে নিজের ছাপ রাখবেন অভিনেতা, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। তবে প্রিভিউতে তেমনভাবে দেখা যায়নি বিজয়ের লুক। শাহরুখের একাধিক লুক প্রকাশ করে ফেললেও নির্মাতারা বোধ হয় সেতুপতির লুক আপাতত গোপনই রাখতে চেয়েছেন। খবর পাওয়া গিয়েছিল, 'জওয়ান'-এর একটি বিশেষ চরিত্রে দেখা যেতে চলেছে সঞ্জয় দত্তকে। প্রিভিউয়ে অবশ্য সেই ঝলক মেলেনি।

তবে চমকে দিয়েছে প্রিভিউয়ের শেষ কয়েক সেকেন্ডে শাহরুখের লুক। ধীরে ধীরে চোখমুখের ব্যান্ডেজ খুলছেন তিনি। ব্যান্ডেজ পুরোটা সরতেই প্রকাশ্যে এল পরিপাটি করে কামানো মাথা। নেড়া মাথার লুকে শাহরুখকে দেখে চমক লাগতে বাধ্য। তবে সেই নেড়া মাথা যে আদপে প্রস্থেটিক মেকআপের কেরামতি, তা বোঝা গেছে প্রিভিউয়েই। ছবিতেও কি শাহরুখের এই লুকের থেকে বেশি প্রকট হয়ে ফুটে উঠবে তার প্রস্থেটিক মেকআপই? সেই প্রশ্ন কিছুটা ভাবাচ্ছে।

শুধু এই নেড়া মাথার লুকই নয়, সতীর্থ সালমান খানের 'দবং' ছবির লুকেও মুহূর্তের জন্য ধরা দিয়েছেন শাহরুখ। পরনে খাকি পোশাক, সঙ্গে চোখে সেই অবিকল ধাঁচের রোদচশমা। এক ঝলক দেখলে চুলবুল পাণ্ডে বলে ভুল হতেই পারে। ছবির মাধ্যমেই কি প্রিয় বন্ধুকে কুর্নিশ জানানোর পরিকল্পনা শাহরুখের? চলতি বছরে 'পাঠান'-এর একটি দৃশ্যের জন্য জুটি বেঁধেছিলেন শাহরুখ ও সালমান। সালমানের পরের ছবি 'টাইগার ৩'-তেও ফের একসঙ্গে দেখা যেতে চলেছে দুই তারকাকে। অ্যাটলি পরিচালিত 'জওয়ান'-এর মাধ্যমেই প্যান ইন্ডিয়ান ছবির জগতে পা রাখতে চলেছেন শাহরুখ। বলিউডের বাদশা তিনি। দক্ষিণী বিনোদন জগতেও তার জনপ্রিয়তা কম নয়। দক্ষিণী পরিচালক হিসেবে 'জওয়ান' ছবিতে গতে বাঁধা সব মশলাই রেখেছেন অ্যাটলি। সঙ্গে যোগ করেছেন শাহরুখের নিজস্ব মেজাজ। প্রিভিউয়ের শুরুর দিকেই শাহরুখের গলায় 'নাম তো শুনা হোগা' শুনে যে রোমাঞ্চ জাগে, তাতেই 'জওয়ান' নিয়ে অনুরাগীদের উদ্দীপনা আরও কয়েক গুণ বেড়ে যেতে বাধ্য।

আবহ ও গানে নিজের ছাপ রেখেছেন জনপ্রিয় দক্ষিণী পরিচালক অনিরুদ্ধ। 'কোলাবেরি ডি' থেকে পথচলা শুরু করে 'বিক্রম'-এর মতো ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন অনিরুদ্ধ। 'জওয়ান'-এও যে নিজের 'মিউজিক্যাল টাচ' রাখতে চলেছেন তিনি, তা স্পষ্ট প্রিভিউ থেকেই।

নয়নতারা, দীপিকা, সান্য মলহোত্র, প্রিয়মণির মতো চেনামুখ ছাড়াও 'জওয়ান'-এ দেখা মিলেছে একাধিক অভিনেত্রীর। প্রমীলা বাহিনী নিয়েই 'মিশন' জয়ের লক্ষ্য শাহরুখের। বর্শা হাতে হোক বা গাড়ির উপর লম্ফঝম্প করে - সেই লক্ষ্যে সফল হবেন বাদশা? ইউটিউবের প্রিভিউয়ের নিচে মন্তব্যের ঘরে অনেক দর্শকই লিখেছেন, এই ছবি 'পাঠান'-এর রেকর্ড ভেঙে দেবে? উত্তর মিলবে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর।

বাংলায় এলো 'দশ অবতার'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দেশের বৃহত্তম ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গো বিডি নিয়ে এসেছে জনপ্রিয় দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্র 'দাসাভাথারাম'-এর বাংলা ডাবড সংস্করণ 'দশ অবতার'। কিংবদন্তি অভিনেতা কমল হাসান অভিনীত বিজ্ঞানধর্মী এই চলচ্চিত্রটি তার ধুন্ধুমার অ্যাকশন এবং রোমাঞ্চকর গল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই দর্শকদের সাড়া ফেলে দিয়েছে। গত ৭ জুলাই ২০২৩ থেকে বঙ্গো-এর ওয়েবসাইট ও অ্যাপে চলচ্চিত্রটি দেখা যাচ্ছে। কমল হাসান, মল্লিকা শেরাওয়াত, আসিন ও জয়া প্রদাসহ দুর্দান্ত সব অভিনেতাদের নিয়ে তৈরি দারুণ এই অ্যাকশন থ্রিলার 'দশ অবতার' একটি অসাধারণ সিনেমাটিক অভিজ্ঞতা দেবে আশা করছেন বঙ্গো কতৃপক্ষ। 'দশ অবতার' সিনেমার গল্পটি এমন একজন বিজ্ঞানীর গল্প বলে যার আবিষ্কৃত ফর্মূলাই তার জীবনে নিয়ে আসে বিপর্যয়। নিজের কাছের মানুষ তো বটেই এমনকি খোদ আমেরিকান সরকার তার পেছনে লেগে যায় ফর্মূলাটি কেড়ে নিতে। এই সিনেমায় বিশ্বের প্রথমবারের মতো নায়ক কমল হাসান ১০টি ভিন্ন চরিত্রে একাই অভিনয় করেছেন।

বঙ্গো বিডি বাঙালি দর্শকদের জন্য সেরা বিনোদন দেওয়ার জন্য বিখ্যাত, 'দশ অবতার'ও এর ব্যতিক্রম নয়। এর শক্তিশালী কাহিনী, দারুণ পারফরম্যান্স এবং দুর্দান্ত অ্যাকশন সিকোয়েন্সগুলো যে কোনো দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করবে। 'দশ অবতার' হিসেবে 'দাসাভাথারাম'-এর বাংলা ডাব করা সংস্করণ প্রকাশ করে বঙ্গ বিডি আবারও সেটি নিশ্চিত করেছে।

নেইমার প্রশ্নে
যে জবাব দিলেন পিএসজি কোচ এনরিকে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নেইমার জুনিয়রের দলবদলের গুঞ্জন কিছুটা থেমেছে। লুইস এনরিকে পিএসজির কোচ হয়ে আসা হয়তো কারণ। বার্সেলোনার তার অধীনে দারুণ সাফল্য পেয়েছেন নেইমার। পুরনো গুরুর অধীনে 'নতুন জীবনের' কথা ভাবতেই পারেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। বার্সা ও স্পেনের সাবেক কোচ প্যারিসে এসে বায়ার্ন থেকে ফ্রান্স ডিফেন্ডার লুকাস হার্নান্দেজকে কিনেছেন। আরও কিছু খেলোয়াড় এনরিকে কিনবেন। সঙ্গে এনরিকের চ্যালেঞ্জ নেইমার জুনিয়র ও কিলিয়ান এমবাপ্পেকে প্যারিসে ধরে রাখা। ক্লাব পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত না হয়ে গেলে এমবাপ্পে আগামী সপ্তাহে অনুশীলন ক্যাম্পে ফিরবেন। ইনজুরি ও বিলাসবহুল বাড়ি বানানো নিয়ে ঝামেলা হওয়ায় নেইমার দেরি করে ক্যাম্পে যোদ দেবেন। ক্লাবও তাকে ছাড়পত্র দিয়েছে। এর মধ্যে সাবেক শিষ্য নেইমারকে নিয়ে পিএসজি কোচ এনরিকে বলেছেন, 'আমার এখনও নেইমারের সঙ্গে কথা হয়নি। একে অপরের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমার হাতে এখনও বেশ সময় আছে। এটা (তার পিএসজি থাকা না থাকা) ক্লাব ও খেলোয়াড়ের অভ্যন্তরীন বিষয়।'

এনরিকে বলেছেন, 'আমি কারো ওপর কিছু চাপিয়ে দিতে চাই না। যদিও কোচ হয়ে আসায় আমার অনেক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমি খেলোয়াড়দের ট্রেনটা (দল) আগে দেখতে চাই। এখানে শীর্ষ পর্যায়ের অনেক খেলোয়াড় আছে, একই সঙ্গে নতুন কিছু খেলোয়াড়ও আসবে।'

পিএসজি আসার পরে নেইমারের ইনজুরি ছাড়ছে না। মাঠের বাইরের কার্যকলাপ নিয়েও আলোচনায় থাকেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। তবে এনরিকে তার সেরাটা আবার বের করে আনতে পারেন। ২০১৯ সালে তিনি এই ব্রাজিলিয়ানকে নিয়ে বলেছিলেন, 'তার মধ্যে কর্তৃত্ব করার মনোভাব আছে, তাকে নিয়ে আমি এখনও পুরোপুরি সন্তুষ্ট নই। তবে সে মাঠে বিজয়ীদের একজন।'

'অ্যাশেজ সবে শুরু',
হুঙ্কার স্টোকসের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রথম দুই টেস্টেও জেতার সম্ভাবনা ছিল ইংল্যান্ডের। কিন্তু হেরেছে বেন স্টোকসের দল। তৃতীয় ম্যাচে আবার হেরে সিরিজ খোয়ানোর শঙ্কা ছিল। দৃঢ়তা দেখিয়ে ফল পক্ষে আনার পরে হুঙ্কার ছেড়েছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস। তিন ম্যাচের দুটিতে অস্ট্রেলিয়া, একটিতে জয় পেয়েছে ইংল্যান্ড। ঘুরে দাঁড়ানোর প্রভাব বাকি দুই ম্যাচে ফেলতে পারলে সিরিজ জেতা সম্ভব। সেটাই বলেছেন স্টোকস, 'অ্যাশেজ সবে শুরু। অবশ্যই আমরা জিতবো। এ বিষয়ে আমার নূন্যতম দ্বিধা নেই।'

স্টোকস অবশ্য স্বীকার করেছেন ম্যাচ যত ক্লোজ হচ্ছিল তার ততো নার্ভাস লাগছিল, 'মিথ্যা বলব না, ম্যাচের শেষ দিকে আমি কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। আমরা জানতাম, সিরিজ জয়ের আশা বাঁচাতে হলে জয় ছাড়া পথ নেই। ম্যাচের শেষ আধা ঘণ্টায় ড্রেসিংরুমে আমি প্রায় ২ কিলোমিটার পায়চারি করেছি। শেষ ২০ রানের সময় আমি খেলাই দেখিনি।'

তিন উইকেটের জয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ইংল্যান্ড। স্টোকস জানিয়েছেন, জয় ছোট হলেও প্রতিদ্বন্দ্বীতার বড় লড়াই জিতেছেন তারা। সেটাই তাদের সিরিজ জয়ে অনুপ্রেরণা দেবে, 'তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিতলাম। এটা মানসিকভাবে এগিয়ে দেবে। প্রথম দুই ম্যাচ আমাদের পক্ষে যায়নি। এবারও কাছে গিয়ে হারলে (প্রসেসে) ভরসা উঠে যেত।'

পিএসজিতে যোগ দিলেন
দক্ষিণ কোরিয়ার লি কাং

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মাঝমাঠের শক্তি বাড়াতে নতুন খেলোয়াড় কিনেছে পিএসজি। সেই ধারাবাহিকতায় রিয়াল মায়োর্কা থেকে প্যারিসের ক্লাবটিতে নাম লিখিয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ান মিডফিল্ডার লি কাং-ইন।

ক্লাবের ওয়েবসাইটে বিবৃতি দিয়ে কাং-ইনকে দলে টানার খবরটি জানায় পিএসজি। পাঁচ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন ২২ বছর বয়সী এই ফুটবলার। চুক্তির আর্থিক বিষয়াদি নিয়ে কিছু জানানো হয়নি।

স্প্যানিশ ক্লাব মায়োর্কার হয়ে গত দুই মৌসুম খেলেছেন কাং-ইন। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে দলটির হয়ে ৭৩টি ম্যাচ খেলে তিনি গোল করেছেন ৭টি। দক্ষিণ কোরিয়া জাতীয় দলের হয়ে এখন পর্যন্ত ১৯টি ম্যাচ খেলেছেন কাং-ইন। কাতার বিশ্বকাপেও খেলেছেন তিনি।

গত সপ্তাহে ক্রিস্তফ গালতিয়েকে সরিয়ে পিএসজির কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয় লুইস এনরিকেকে। এই স্প্যানিয়ার্ড দায়িত্ব নেওয়ার পর চতুর্থ খেলোয়াড় হিসেবে লিগ ওয়ান চ্যাম্পিয়নদের শিবিরে নাম লেখালেন কাং-ইন।

হ্যারি কেনকে
৮০ মিলিয়নেও বেচবে না টটেনহ্যাম!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে চান ইংল্যান্ড স্ট্রাইকার হ্যারি কেন। টটেনহ্যাম ছাড়তে চান তিনি। তাকে দলে নিতে আগ্রহী বায়ার্ন মিউনিখ। সেজন্য ক্লাবটি ৮০ মিলিয়ন ইউরোর প্রস্তাব করেছে। কিন্তু ইংলিশ ক্লাব টটেনহ্যাম ওই প্রস্তাব পত্যাখান করেছে। সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, স্পার্সরা হ্যারি কেনকে বিক্রি করতে আগ্রহী নয়। আর বিক্রি করলেও ১০০ মিলিয়ন ইউরো বা এক হাজার ১৯০ কোটি টাকার কমে নয়। হ্যারি কেনকে দলে নিতে রিয়াল মাদ্রিদ আগ্রহী ছিল। কিন্তু কিলিয়ান এমবাপ্পের আশায় বিড ছেড়ে দিয়েছে লস ব্লাঙ্কোসরা। পিএসজি তাকে দলে নেওয়ার কথা ভাবলেও নেইমার-এমবাপ্পেকে নিয়ে বেশি চিন্তিত ক্লাবটি। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার হ্যারি কেনে চোখ রাখছে। তবে তরুণ স্ট্রাইকার রাসমাস হোজল্যান্ড ও ভিক্টর ওসিমেনকে বেশি পছন্দ কোচ এরকি টেন হ্যাগের। এছাড়া রেড ডেলিভসদের খেলোয়াড় বিক্রি করে ফান্ড সংগ্রহ করতে হবে। স্পার্স কোচ এনজি পোস্তিকগলু বলেছেন, 'হ্যারি কেন বিশ্বের সেরা একজন ফুটবলার। আমি চাই, তিনি টটেনহ্যামে থাকবেন। তাকে নিয়ে আমি এখানে সফল হতে চাই। আমি নিশ্চিত হ্যারি কেনও তেমনটি চান।'

আইপিএল:
লক্ষ্ণৌয়ের নতুন কোচ কে?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইপিএলে আবির্ভাবের পর দু'টি মৌসুম কেটে গেছে। দু'বারই প্লে-অফে উঠলেও ট্রফি হাতে ওঠেনি লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের। শোনা যাচ্ছে, আগামী মৌসুমে কোচ বদল হতে পারে তাদের। অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারকে আর রাখা হবে না। আনা হতে পারে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন খেলোয়াড় তথা কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারকে।

এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটের খবর অনুযায়ী, ল্যাঙ্গারের সঙ্গে লক্ষ্ণৌয়ের কথাবার্তা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। ফ্লাওয়ারের সঙ্গে লক্ষ্ণৌয়ের দু'বছরের চুক্তি ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। ফলে ল্যাঙ্গারকে নতুন কোচ করে আনতে কোনও অসুবিধা নেই। অতীতে কোনও দিন আইপিএলে খেলেননি বা কোচিং করাননি ল্যাঙ্গার। ২০০৮-এ প্রথম মৌসুমে রাজস্থান রয়্যালসে যোগ দিলেও মৌসুম শুরুর আগেই নাম তুলে নেন।

আন্তর্জাতিক এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে ল্যাঙ্গার পরিচিত নাম। অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগে পার্থ স্কর্চার্সকে চার বার চ্যাম্পিয়ন করেছেন। তাঁর কোচিংয়েই অস্ট্রেলিয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে। ২০২২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে এক অংশের ক্রিকেটারদের বিরোধিতার কারণে কোচিং থেকে পদত্যাগ করেন তিনি। অস্ট্রেলিয়া তাঁর কোচিংয়ে আইসিসি ট্রফি জিতলেও, ভারতের কাছে দেশের মাটিতে দু'বার টেস্ট সিরিজ় হেরেছে।

ল্যাঙ্গার লক্ষ্ণৌয়ে যোগ দিলে কাজ করবেন গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে। যিনি দলের মেন্টর। এ ছাড়াও ল্যাঙ্গারকে সাহায্য করার জন্যে থাকবেন মর্নি মরকেল, বিজয় দাহিয়া এবং জন্টি রোডস। অতীতে জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পর প্রত্যাবর্তনের জন্যে ল্যাঙ্গারের সঙ্গে সময় কাটিয়েছিলেন গম্ভীর। ২০০৮ সালে আবার জাতীয় দলে ফেরেন তিনি। দু'জনে আবার একসঙ্গে কাজ করতে চলেছেন।

মিয়ামিতে মেসির ম্যুরালে
তুলির আঁচড় বেকহামের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লিওনেল মেসিকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত হচ্ছে আমেরিকা। চলতি মাসেই ইন্টার মিয়ামির খেলোয়াড় হিসেবে মেসিকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে ক্লাবটির সমর্থকদের সামনে। সে উপলক্ষে ক্লাবটিতে এখন সাজ সাজ রব। শহরের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয়েছে মেসির ম্যুরাল, আঁকা হয়েছে ছবি। মেসির একটি ম্যুরালে তুলির আঁচড় দিয়েছেন কিংবদন্তি ব্রিটিশ ফুটবলার তথা ইন্টার মিয়ামির মালিকদের একজন ডেভিড বেকহ্যাম।

মেসির মায়ামিতে যাওয়ার ঘোষণার পর শহরের একটি ভবনের দেয়ালে তাঁর বিশাল ম্যুরাল আঁকা হয়েছিল। মেসির আগমন উপলক্ষে এবার ম্যুরালটিতে নতুন করে রং করানো হচ্ছে। সোমবার বেকহ্যামের স্ত্রী ভিক্টোরিয়া ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। যাতে দেখা যাচ্ছে, ক্রেনে চড়ে মেসির ম্যুরালে কারুশিল্পীর কাজ তদারকি করছেন বেকহ্যাম। মেসির দাঁতগুলোতে সাদা রং করা হচ্ছে। বেকহ্যাম নিজেও মেসির দাঁতে তুলির আঁচড় দিয়েছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে ভিক্টোরিয়াকে বলতে শোনা যায়, 'আমার মনে হয়, ডেভিড দারুণ কাজ করছে। আমরা মাত্র কদিন হলো মায়ামিতে এসেছি। কিন্তু সে এসেই এই কাজে লেগে পড়েছে। দেখুন, এটা (মেসির ম্যুরাল) কী বিশাল। এমন কি কোনো কাজ আছে, যেটা ডেভিড বেকহাম পারে না? সে ওখানে (ক্রেনে) চড়েছে রং করার জন্য। যে মানুষটিকে মেসির ম্যুরালের দাঁতগুলো সাদা রং করতে দেখলেন, সেটা বেকহামই ছিল। আমি অভিভূত।'

নাইট রাইডার্সের
নতুন অধিনায়ক সুনীল নারিন

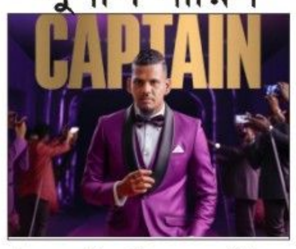

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : যুক্তরাষ্ট্রে মেজর লিগ ক্রিকেটের প্রথম আসরে অধিনায়কত্ব পেলেন সুনীল নারিন। ১৩ জুলাই থেকে শুরু হতে যাওয়া টুর্নামেন্টের জন্য লস অ্যাঞ্জেলস নাইট রাইডার্স (এলএকেআর) তাকে অধিনায়ক নিযুক্ত করেছে। একই ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলেছেন এই ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার। নারিনকে অধিনায়কত্ব দেওয়ার দিনে আরেক ক্যারিবিয়ান ফিল সিমন্সকে প্রধান কোচ করেছে এলএকেআর। নতুন এই দলে নারিন পাচ্ছেন বেশ কয়েকজন নাইট রাইডার্স সতীর্থকে। এই তালিকায় রয়েছেন লকি ফার্গুসন, জেসন রয় এবং আন্দ্রে রাসেল। কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং লস অ্যাঞ্জেলস নাইট রাইডার্সের পাশাপাশি সুনীল নারিন ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের হয়েও খেলেন। লস অ্যাঞ্জেলস অধ্যুষিত এই ক্রিকেট ফ্র্যাঞ্চাইজিতে আরও কয়েকজন আন্তর্জাতিক তারকা ক্রিকেটার রয়েছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম নাম হল অ্যাডাম জাম্পা, মার্টিন গাপটিল এবং রাইলি রুশো। নাইট রাইডার্সের বিবৃতিতে নারিন বলেন, 'যেখানেই খেলুক না কেন, আমি নাইট রাইডার্সের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই, এটা সবসময় বলেছি। যুক্তরাষ্ট্রে আসার ব্যাপারে আমরা দীর্ঘ আলাপ করেছি এবং আমি আনন্দিত যে অবশেষে এটা হলো। এই দলের অধিনায়ক হিসেবে আমি চ্যালেঞ্জের জন্য অধীর হয়ে আছি। দলে অনেক অভিজ্ঞরা আছে, আমাদের জন্য এটা উত্তেজনাপূর্ণ সময় হতে যাচ্ছে।'

লস অ্যাঞ্জেলস নাইট রাইডার্স ভারতের মালিকানাধীন হলেও এই টুর্নামেন্টে ভারতীয় কোনও ক্রিকেটার এই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারবেন না। কারণ বিসিসিআইয়ের নিয়ম অনুযায়ী কোনও ভারতীয় ক্রিকেটার বিদেশের ফ্যাঞ্চাইজি লিগে খেলতে পারবেন না। ফলে এই টুর্নামেন্টেও দেখা যাবে ভারতীয় ক্রিকেটারদের। তবে ভালো বিদেশের ক্রিকেটারদের নিয়েই তৈরি করা হয়েছে এই দল।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR